সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী
নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিউল আদনান
প্রধান প্রতিবেদক
গোলাম মোর্তোজা
প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু
সহযোগী প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস
প্রদায়ক
জসিম মল্লিক
প্রধান আলোকচিত্রী
ডেভিড বারিকদার
আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন
নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, নাসিম আহমেদ
সুমী শাহাবুদ্দিন, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন
চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান
যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান
সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল
বিশেষ বিদেশ প্রতিনিধি
মিজানুর রহমান খান
হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল
জার্মানি প্রতিনিধি
সরাফউদ্দিন আহমেদ
নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ
কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর
প্রযুক্তি উপদেষ্টা
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ
শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য
কর্মাধ্যক্ষ
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ইমেল ঃ info@shaptahik2000.com

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

সম্পাদকীয়

গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এরশাদের সামরিক সরকারের পতন হয়েছে। দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সংসদীয় গণতন্ত্র। তুলনামূলক সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হয়েছিল পালাক্রমে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ। জনগণ দু'টি সরকারের শাসন দেখার সুযোগ পেল। অতীতের মতো এ সরকার দুটোই নির্বাচনের আগে দেয়া অধিকাংশ প্রতিশ্রুতি পালন করেনি। তবে তারা দেশ পরিচালনায় বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। নিয়েছে জনকল্যাণে বেশ কিছু ভালো পদক্ষেপ। এ কারণে গত সংসদ নির্বাচনে এ দেশের মানুষ আশায় বুক বাঁধলো। ভেবেছে আগামী দিনের বিজয়ীরা জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনে আরো আন্তরিক হবে। নির্বাচনের আগে দুই নেত্রীর বক্তব্যে তারা এমন অভাস পেয়েছিল। জোটনেত্রী খালেদা জিয়া জনগণকে দেখিয়েছিলেন সন্ত্রাসমুক্ত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন। অথচ নির্বাচনের পরেই যেন সব উল্টে গেলো। একে একে স্বপ্নভঙ্গ হতে লাগলো ভাগ্যাহত এ দেশের জনগণের।

ক্ষমতায় গিয়েই জোট সরকার ক্রমেই ভুলতে লাগলো জনগণের কথা। ক্ষমতার সুবিশাল হাত দিয়ে আজ তারা জনগণের সব অধিকার ও প্রাপ্তিকে হনন করতে উদ্যত। এই হাতের সীমায় ভীত হয়ে পড়েছে উচ্চ আদালত। আদালত বলতে বাধ্য হয়েছে- সরকারের হাত যতোই লম্বা হোক, নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তাদের রয়েছে।

সরকারের ক্ষমতার দাপটে সারা দেশে আজ অসহনীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দলীয়করণ ও অদক্ষতার কারণে একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিণত হয়েছে রাজারবাগ পুলিশ লাইন ও পিলখানার সম্প্রসারিত অংশে। বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে একের পর এক সরকারি প্রতিষ্ঠান। বাড়ছে দ্রব্যমূল্য। নাভিশ্বাস উঠছে জনগণের। যে জনগণ বুকভরা স্বপ্ন নিয়ে তাদের ভোট দিয়েছিল।

আওয়ামী লীগ আমলে সন্ত্রাস হয়েছে। ভিআইপি কয়েকজন সন্ত্রাসী এলাকায় সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। জনগণ আওয়ামী লীগের নানা সফলতার মাঝেও এ দিকটির ওপর কড়া নজর রেখেছে। নির্বাচনের আগে জোটনেত্রী জনগণকে আশ্বাস দিয়েছেন সব ধরনের সন্ত্রাস নির্মূলের। নির্বাচনের পর ভিআইপি সন্ত্রাস বন্ধ হয়েছে। কিন্তু জোটের নাম জানা ও না জানা নেতাকর্মীদের সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। চাঁদার জন্য প্রতিদিন খুন হচ্ছে নিরীহ মানুষ। অপহরণ হচ্ছে স্কুলগামী ছাত্রছাত্রী। ফেরি কেলেঙ্কারির অভিযোগ না ঘুচতে জড়িয়ে পড়েছে সরকার খাদ্য কেলেঙ্কারিতে। চাঁদাবাজি ও বখরা নেয়ার অভিযোগ উঠছে বিভিন্ন মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। নানা সমীকরণের কারণে সরকার মন্ত্রিসভা ছোট করতেও পারছে না।

ক্ষমতার অপব্যবহার ও অদূরদর্শী সিদ্ধান্তের কারণে ক্রমেই জোট সরকারের জনপ্রিয়তায় ধস নামছে। সরকার বিষয়টি বুঝতেও পারছে। এ কারণে ক্রমেই ভীত হয়ে পড়ছে আন্দোলনের হুঙ্কারে।

সরকারের হাত যতো বড়ই হোক না কেন, তা গুঁড়িয়ে দেয়ার ক্ষমতা জনগণের রয়েছে। নির্যাতিত জনগণ জেগে উঠলে সরকার পরিত্রাণ পাবে না। এ শিক্ষা জনগণ ক্ষমতাসীনদের অতীতে দিয়েছে। এ কারণে ক্ষমতা প্রয়োগে জোট সরকারকে সতর্ক হতে হবে। তা না হলে অতীতের পরিণতির জন্য নিজেরাই দায়ী থাকবে।